বাংলা ভাষার জন্য আমরা কতটা আন্তরিক?
ইমানুল হক

‘বঙ্গ‘ শব্দের অর্থ ‘কাপাস তুলো‘। ‘বঙ্গাল‘ শব্দের অর্থ ‘কাপাস তুলো সমৃদ্ধ দেশ‘। পৃথিবীকে যাঁরা প্রথম তুলোর পোশাক তৈরি করা শিখিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম বাঙালিদের পূর্বপুরুষ। এই পূর্বপুরুষরা আদতে আদিবাসী। পন্ডিতদের মত, আদিবাসীদের অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ‘বোঙ্গা‘ থেকে ‘বঙ্গ‘ নামের উৎপত্তি। লোহার আবিষ্কারের আগে বেতের তৈরি বালাম নৌকা ব্যবহার করতেন। বঙ্গের মানুষ, জানিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পৃথিবীতে সমুদ্রবাণিজ্যের অগ্রদূত আমাদের পূর্বপুরুষরা। ডিঙি* নৌকা চড়ে সমুদ্রবাণিজ্যে যেত তারা। তুলোর পোশাক, মশলা, সোনা রুপোর তৈরি গহনা নিয়ে সমুদ্র বাণিজ্যে সাড়া জাগিয়েছিল তারা।

এই মানুষরাই পৃথিবীতে প্রথম ধান আবিষ্কার করেছিলেন ৩৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। বিতর্ক ছিল, কারা প্রথম ধান আবিষ্কার করেন? একদল নৃতাত্বিকের মত, চীন। একদল, জাপান। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ড. ভ্যাভিলভের নেতৃত্বে নৃতাত্বিকদের একটি কমিশন ঘোষণা করে, অধুনা বিহারের সারণ জেলার চিরন্দতে প্রথম দান আবিষ্কৃত হয়? প্রশ্ন উঠতে পারে, বিহারের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক বী? মনে রাখা দরকার, ১৯১১ পর্যন্ত বিহার ছিল বাংলার সঙ্গে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ অর্থাৎ বিহার, বাংলা, ওড়িশা মিলে বৃহৎ বঙ্গ।
বাঙালি চিরকালই ভেতো। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর ধরেই,।বাঙালির ইতিহাস তো সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। বাঙালি ভেতো, কিন্তু কোনকালে ভীতু ছিল না। ‘রঘুবংশে‘ আছে বাঙালির বীরত্বের কথা। মহাভারতের ভীম বাঙালির সঙ্গে ভীম রণে অবতীর্ণ। এসব তো কল্পকথা। ইতিহাস বলছে, আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন, কিন্ত বাংলা আক্রমণ করতে সাহস করেননি। বাঙালির বীরত্বের জন্য। চার হাজার রণহস্তি, দুর্ধর্ষ প্রজাতান্ত্রিক সেনার অস্তিত্ব এবং নদীমাতৃক বাংলার বর্ষাকে ভয় পান আলেকজান্ডার। মেগাস্থিনিসের লেখায় এর সাক্ষ্য আছে।
বাঙালির বীরত্বের পরিচয় পেয়েছে শশাঙ্কের সময় কনৌজ, সুলতানি ও মোঘল আমলে দিল্লি, ইংরেজ আমলে সাম্রাজ্যবাদীরা।
২.
পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা, ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে রাষ্ট্র গড়েছে। দেশ বিভাগের পর উর্দ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে, এই ঘোষণার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেন ৮ জন তরুণ। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের নামই সবাই জানেন। এছাড়া প্রাণ দেন এ বঙ্গের হুগলির বাসিন্দা শহিদুল, ওহিউল্লাহ এবং নাম না জানা দুই তরুণ।
সেদিন দাবি ছিল, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। পরে এ দাবি রূপান্তরিত হয়, বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই_ দাবিতে।
মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এল স্বাধীনতা, বাংলাদেশে। ভাষা শহিদদের স্মরণে অন্য এক আবেগ কাজ করে বাংলাদেশে। লাখো লাখো মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নামেন পথে।

যদিও আজ ইংরেজিয়ানা খানিকটা হলেও গ্রাস করছে উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালিকে, বাংলাদেশে।
এপারে, খানিকটা প্রায় সমগ্রতায় রূপান্তরিত হতে বসেছে, অদ্ভুত এক হীনমন্যতায় আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের বাবুসমাজ।
আমরা-ওরা কোনটাতেই তফাৎ নেই তেমন।
যদিও ভোটের দিকে তাকিয়ে দু পক্ষ-ই এবার রাস্তায় নামছে একুশে উদযাপনে। উদযাপন তো নয়, বুদ্ধিজীবীরা কারা কোনদিকে তার শক্তিপ্রমাণ।
এখানে ভোটের তাগিদ আছে, ভালবাসা আন্তরিকতা বিন্দুমাত্র নেই।
৩.
নেই যে, তার প্রমাণ রাজ্যের রাজধানীর নামফলকগুলি। প্রায় ৯০ শতাংশ ইংরেজিতে। দেখলে মনে হয় ইংল্যান্ডে আছি। যদি ইংল্যান্ডের রাজধানীতে বহু জায়গায় বাংলায় নামফলক দেখা যায়। এবং বাংলাদেশি বাঙালিদের প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডের বিদ্যালয়গুলিতে দ্বিতীয় ভাষা ২০০৮ থেকে বাংলা।
আর ভারতীয় বাঙালিদের অবদানে
ক. কলকাতার বাঙালিদের বাবু সন্তানদের একটা অংশ আজ বাংলা অক্ষরজ্ঞানহীন।
খ. ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বাংলা বললে শাস্তি হয়।
গ. বাংলা অনেক বাবু সন্তানের প্রথম ভাষা তো নয়ই, দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি।
ঘ. এরা অনেকেই ভয়ংকর রবীন্দ্রপ্রমী। অথচ বাংলায় চিঠিপত্র দূরের কথা, কথা-বার্তা পর্যন্ত বাংলায় বলতে লজ্জা পান।
ঙ. এদের জন্য মাতৃভাষার জন্য লড়াই করা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-তে বাংলা ব্রাত্য হয়ে যায়।
ইংরেজি একমাত্র ভাষা হওয়ায় আত্মহত্যা করতে হয় ছাত্রকে।
চ. ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু-দের চাপে বিধানচন্দ্র রায় বাংলায় সব সরকারি কাজ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে একই কথাা জানায় বামফ্রন্ট সরকার। ২০০০-এ আবার এক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু১ বাংলা আজো প্রশাসনে ব্রাত্য।
ছ. সুলতানি, মোঘল, ইংরেজ-- সব আমলেই জমির দলিল হতো বাংলায়। গত ১০ বছর ধরে শহর কলকাতায় সব কাজ হচ্ছে ইংরেজিতে। গরিব মানুষকে ঠকানোর রাস্তা চমৎকার।

জ. পথের নির্দেশিকা সব ইংরেজিতে। এতে দুর্ঘটনা বাড়ছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।

ঝ. আজকাল অনেক বাসের গন্তব্য লেখা ইংরেজিতে। বিশেষত, কেন্দ্রীয় সরকারের পয়সায় কেনা নতুন ঝাঁ ঝাঁ চকচকে বাসগুলি। কোন নেতার হেলদোল নেই। না বাম না ডান।
ঞ. ট্রামে উঠলেই এই বাংলায় বাংলা ভাষার অবস্থন পরিষ্কার। প্রথম শ্রেণির নির্দেশিকা ইংরেজিতে, দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলায়।
৪.
পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি এখন নিজভূমে পরবাসী।
কলকাতায় সে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

এ থেকে কোন রাজ ঠাকরে না উঠে আসেন!

৫.

বাংলা ভাষার জন্য আমরা কতটা আন্তরিক?

যা বলি, তা করি না।

যা মনে মনে ভাবি তা বলি না।

আমরা আমাদের চারপাশকে কত অবলীলাক্রমে বদলে যেতে দিয়েছি, দিচ্ছি।

আমরা অনুষ্ঠান করবো, ভেজা ভেজা গলায় বহু